HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – মূল্যবোধ

টপিক – ০১ মূল্যবোধের ধারণা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মূল্যবোধের ধারণা

টপিক ০২: মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

টপিক ০৩: মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম

টপিক ০৪: মানবাচরণের উপর মূল্যবোধের প্রভাব

টপিক ০৫: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০৬: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: মূল্যবোধের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মূল্যবোধের ধারণা

কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাসকে মূল্যবোধ বলে। স্বাধীনতা, ন্যায়নীতি, সততা প্রভৃতি মূল্যবোধের উদাহরণ। যে কোনো একটি মূল্যবোধ হলো একজন ব্যক্তির প্রত্যক্ষণে ও বিচার-বিবেচনায় প্রভাব দানকারী উপাদান যা কিনা তার সমস্ত মূল্যবোধের কেন্দ্রীয় ভাগটি দখল করে।

মূল্যবোধগুলোর মধ্যে ব্যক্তির সামর্থ্যের এক ধারণালব্ধ ধর্ম রয়েছে। অনুমানজনক আঙ্গিকে ব্যক্তির মধ্যে যে লক্ষ্য পরিচালিত আচরণ দেখা যায় সেটিকে প্রেষিত করার জন্যই এ ধারণালব্ধ ধর্মটি থাকে। মূল্যবোধ দ্বারা প্রাপ্ত পরিস্থিতিতে কোন ধরনের মনোভাবের ইতিবাচক আঙ্গিকতা রয়েছে অথবা কোন ধরনের মনোভাবের নেতিবাচক আঙ্গিকতা বিদ্যমান তা নির্ণয় করা যায়।

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধের সংজ্ঞা

মূল্যবোধ স্থায়ী নয় বরং পরিবর্তনশীল, বয়স এবং সময় মূল্যবোধ পরিবর্তন করতে সহায়তা করে। মূল্যবোধের তুলনায় মনোভাব অপেক্ষাকৃত বেশি পরিবর্তনশীল। কৃষ্টি মূল্যবোধের ধারক বলেই মূল্যবোধের স্থিতিশীলতা অপেক্ষাকৃত বেশি। মূল্যবোধের কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সমাজবিজ্ঞানী গ্রিন (১৯৬৪)-এর মতে, মূল্যবোধ হচ্ছে তুলনামূলকভাবে স্থায়ী সচেতনতা যা আবেগের সন্নিকটস্থ অবস্থা, লক্ষ্য, ধারণা অথবা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

রাকিচ (১৯৭৩) বলেন, "মূল্যবোধ হলো জ্ঞানের সঙ্গে আন্তরিক দায়বদ্ধতা।"

সমাজবিজ্ঞানী স্কেফার (১৯৮৩) বলেন, "ভালো বা মন্দ, ঠিক বা বেঠিক এবং কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ধারণার নাম হলো মূল্যবোধ।"

সমাজবিজ্ঞানী এন.আর. উইলিয়াম-এর মতে, "সামাজিক মূল্যবোধ হলো মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত এবং যার মানদণ্ডে সমাজে মানুষের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়।"

ডা. শওকত আরা (২০০৬) বলেন, "মূল্যবোধ হলো সেটি যার সম্পর্কে জনসাধারণ উৎসুক, যা তারা চায়, যা হতে চায়, যাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে, যার প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে এবং যা সম্পাদন করতে তারা আনন্দ অনুভব করে।"

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য

মূল্যবোধ হলো মানুষের ইচ্ছার একটি বিশষ মানদণ্ড; যার দ্বারা মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সমাজের মানুষের কাজের ভালো ও মন্দ বিচার হয়। একটি জনগোষ্ঠী সামাজিক আচরণগুলোর কোনটি ভালো কোনটি মন্দ সে সম্পর্কে এক অভিনব ধারণা পোষণ করে। প্রতিটি সমাজের নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে। সমাজ জীবনে দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করা মানবীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এ সব মূল্যবোধ গড়ে উঠে। এভাবে গড়ে উঠে ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত, আচার-ব্যবহারে মান, আচরণের সমাজ স্বীকৃত পন্থা ও পদ্ধতি এবং আচরণ মূল্যায়নের মাপকাঠি। মূল্যবোধে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যায়:

১। মূল্যবোধ হলো এক ধরনের আদর্শ।

২। মূল্যবোধ স্বাধীনভাবে গঠিত।

৩। ব্যক্তির আচার-আচরণ তথা তার চরিত্র গঠনে তার নিজস্ব সমাজের মূল্যবোধ যথেষ্ট প্রভাব রাখে।

৪। মূল্যবোধ সুসংগত ও সুসংলগ্নভাবে গঠিত।

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য

৫। সামাজিক মূল্যবোধ সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৬। মূল্যবোধ সংখ্যা অল্প।

৭। মূল্যবোধ হলো সমাজের চালিকা শক্তি।

৮। মূল্যবোধ সামাজিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে।

৯। এটি কম পরিবর্তনশীল, বড় কোনো ঘটনা ছাড়া মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে না।

১০। মূল্যবোধের সাথে কৃষ্টি সম্পর্কযুক্ত।

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধের সাথে মনোভাবের সম্পর্ক

মনোভাব হলো কোনো ব্যক্তি, বিষয় অথবা বস্তুর প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার মানসিক প্রস্তুতি যার মধ্যে অবহিতি, অনুভূতি ও ক্রিয়ার সমন্বয় ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ কোনো শিক্ষকের প্রতি একজন ছাত্রের অনুকূল মনোভাব রয়েছে। এ মনোভাবের অবহিতিমূলক উপাদানের মধ্যে শিক্ষকের জ্ঞান, বোঝানোর ক্ষমতা প্রভৃতি সম্বন্ধে ছাত্রের অবহিতির উল্লেখ করা যায়। ঐ শিক্ষক সম্পর্কে ছাত্রটির ভালোলাগা হলো অনুভূতিমূলক উপাদান। আবার ক্রিয়াগত দিক হলো শিক্ষকটি যদি কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাহলে ছাত্রটি তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যায়।

কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাসকে মূল্যবোধ বলে। যেমন- সততা, ন্যায়নীতি, স্বাধীনতা ইত্যাদি মূল্যবোধের উদাহরণ। মনোভাব মূল্যবোধের অংশবিশেষ। মনোভাবের সংখ্যার চেয়ে মূল্যবোধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। রকীচ (১৯৬৮)-এর ভাষায়, "আমাদের হাজার হাজার মনোভাব থাকতে পারে, কিন্তু মূল্যবোধ রয়েছে কয়েক ডজন মাত্র।" মূল্যবোধ ও মনোভাব দু'ই পরিবর্তনশীল। কিন্তু মনোভাবের তুলনায় মূল্যবোধ অপেক্ষাকৃত কম পরিবর্তনশীল। কেননা কৃষ্টি মূল্যবোধের ধারক বলেই সম্ভবত মূল্যবোধের স্থিতিশীলতা অপেক্ষাকৃত বেশি। সমাজে কৃষ্টি, এমনকি পরিবেশভেদে ব্যক্তির মধ্যে মূল্যবোধের তারতম্য দেখা যায়।

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধের সাথে মনোভাবের সম্পর্ক

মারফি, মারফি ও নিউকম্ব (১৯৩৭) বলেন, "মনোভাব হলো কোনো কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে যাবার পূর্ব প্রস্তুতি।" এখানে এই কোনো কিছু কি? এই 'কোনো কিছু' যার প্রতি মনোভাব চালিত হয় তাকেই মূল্যবোধ বলে। এগুলো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির আগ্রহ ও ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হয়। কোনো স্বাভাবিক বস্তু, বিষয় বা অবস্থা যখন অর্থের অধিকারী হয় তখন তাকে মূল্যবোধ বলে। এজন্য মূল্যবোধ ও মনোভাব একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – মূল্যবোধ

টপিক – ০২ মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

টপিক ০২: মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

This Topic is important for

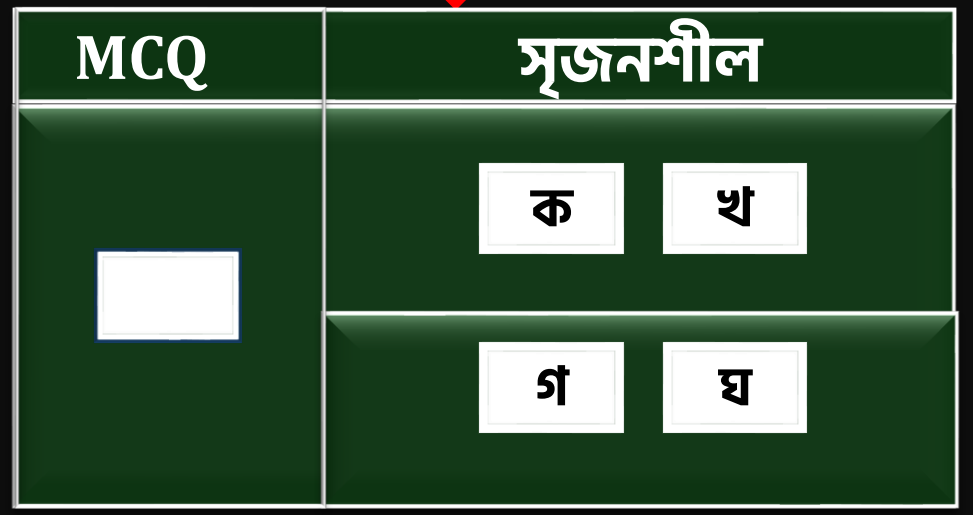

মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন ধরনের মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রকার মূল্যবোধের কথা স্বীকার করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী Edward Spranger (১৯২৮) মানুষের আচরণ যথাযথভাবে বিশ্লেষণের জন্য মূল্যবোধের স্বরূপ ও কাঠামো নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ছ'ধরনের মূল্যবোধ উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো:

১। তাত্ত্বিক মূল্যবোধ
২। অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
৩। সৌন্দর্যবোধ বা নান্দনিক মূল্যবোধ
৪। সামাজিক মূল্যবোধ
৫। রাজনৈতিক মূল্যবোধ
৬। ধর্মীয় মূল্যবোধ।

মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

তাত্ত্বিক মূল্যবোধ

তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ব্যক্তি নিজেকে বাস্তব প্রয়োগ, সত্য ঘটনা উদঘাটন ও সৃজনশীল বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে। এরা জ্ঞানমূলক মনোভাব গ্রহণ করে, সত্য আবিষ্কারের প্রতি তাত্ত্বিক আগ্রহ রয়েছে এবং আধিপত্য বিস্তারে ব্যাপক আগ্রহ থাকে। ব্যক্তির তাত্ত্বিক মূল্যবোধ তার মনোভাবের সাথে জড়িত। তাত্ত্বিক মূল্যবোধের অধিকারীরা সত্যের পিছনে ধাওয়া করে, জ্ঞানমূলক মনোভাব গ্রহণ করে, নিজের পরিচিতি খুঁজে বেড়ায় এবং অন্যের সাথে পার্থক্য খুঁজে। কেউ লক্ষ্যবস্তুর উপযোগিতা খুঁজে বেড়ায়, কেউবা বৈচিত্র্যময় ধ্যান-ধারণার পিছনে ছুটে বেড়ায়, অথবা নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে চিন্তন পরিকল্পে নিজেকে খুঁজে বেড়ায়। একজন তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ব্যক্তির জ্ঞান অভিজ্ঞতামূলক, সমালোচনামূলক এবং বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন থাকে। তাত্ত্বিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিরা সত্যানুসন্ধানী, সত্যকে আবিষ্কার করাই এদের প্রধান লক্ষ্য। এরা ঘরে বন্দী থাকতে চায় না, অজানা জিনিস সম্পর্কে জানতে চায় এবং এরা নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চায়। সুবিন্যস্ত জ্ঞান ও সুসংহত নিয়মের প্রতি এরা আবদ্ধ থাকতে চায়। তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ব্যক্তিরা অনেকটা বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের মতো।

মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

অর্থনৈতিক মূল্যবোধের ব্যক্তিরা আগাগোড়াই বাস্তববাদী। একজন অর্থকামী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপযোগিতা সম্বন্ধে আগ্রহী হওয়া। এ ধরনের মূল্যবোধ ব্যক্তির অর্থনৈতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের মূল্যবোধে ব্যক্তি তার অর্থ উপার্জন, অর্থ সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতা ইত্যাদি অর্থনৈতিক প্রবণতার মাধ্যমে সঞ্চয় করে। তার আগ্রহ নির্দিষ্ট সম্পদের সঞ্চিতকরণ, সুখ্যাতির সুসজ্জিতকরণ এবং বাস্তব পরিকল্পনার দিকে অগ্রসরমান হওয়া। সে বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, দ্রব্যের ভোগ সাধন ইত্যাদির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। ব্যক্তি জীবনে এরা বিলাসিতা ও সৌন্দর্যের প্রতি হতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠে। এরা রাজনৈতিক বা সামাজিক মনোভাব প্রকাশের চেয়ে ধনসম্পদে সবার চেয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পছন্দ করে। এরূপ ব্যক্তিরা সবসময়ই মিতব্যয়ী হয়। যে কোনো পরিস্থিতিতে কোনটি প্রয়োজনীয় এবং কোনটি অপ্রয়োজনীয় তা চিন্তা করে চলে। বস্তুটি প্রয়োজনীয় বা এর ব্যবহার লাভজনক কিনা তার প্রতি এরা উৎসাহী। যেমন-অর্থনৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি একটি গাড়ি কেনার সময় গাড়ির রং বা নকশা না দেখে বরং গাড়িটির যন্ত্রপাতি কেমন আছে অথবা গাড়িটি কী উপকারে আসবে তা দেখার চেষ্টা করে।

মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

সৌন্দর্যবোধ বা নান্দনিক মূল্যবোধ

ইংরেজ কবি Keat ঠিকই বলেছেন, "A thing of beauty is a joy for ever." একটি জিনিসকে মনোমুগ্ধকর রূপে উপস্থাপন করা বস্তুটিকে সত্য হিসেবে চিহ্নিত করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ মাত্রই সৌন্দর্যপ্রিয়, অর্থাৎ সৌন্দর্য সত্য, সত্যই সুন্দর। সৌন্দর্যপ্রিয় ব্যক্তি তার মানসিকতা থেকে কোনটি বেশি আকর্ষণীয় তা খুঁজে পায়। এসব ব্যক্তিদের সৌন্দর্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। এরা জীবনে সৌন্দর্য পিপাসু হয়ে থাকে এবং প্রকৃতির মধ্যে সর্বদা সৌন্দর্য খুঁজে পেতে চায়। যেমন- যারা ছবি আঁকে তারা প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে ছবির মাধ্যমে মনের ভাব ফুটিয়ে তোলে। তবে এরা সৃজনশীল নয়-কোনো নতুন উদ্ভাবনী কৌতূহল তাদের নেই, সবই সৌন্দর্য বলে প্রত্যক্ষণ করে।

সৌন্দর্যবোধ বা নান্দনিক মূল্যবোধ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সর্বদা জাঁকজমক, শক্তিমত্তার বিশিষ্ট পরিচয় চিহ্ন বা সম্মানসূচক চিহ্নগুলোকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। এদের সৌন্দর্য পিপাসু মনোভাব তাত্ত্বিক ব্যক্তিদের ঠিক বিপরীত। তাত্ত্বিক মূল্যবোধের চিন্তাধারায় বিভিন্নতা বা বিভাজন ঘটে, কিন্তু সৌন্দর্য পিপাসু ব্যক্তিদের মতে সৌন্দর্যের সত্য চিরকাল আনন্দের। এরা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

সামাজিক মূল্যবোধ

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জনগণের ভালোবাসাই সব। তাদের কাছে মূল্যবোধের অর্থ হলো পরার্থপরতা। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক আচরণবিধির সাথে যুক্ত। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক ঘটনা বা আচরণের গুণারোপিত যা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সামাজিক সদস্যগণ মানসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কোনো জনগোষ্ঠী সামাজিক আচরণগুলোর মধ্যে কোনটি ভালো অথবা কোনটি মন্দ সে সম্পর্কে এক অভিন্ন ধারণা পোষণ করে। আচরণের এ মান সম্পর্কিত অভিন্ন ধারণাটিই হলো সামাজিক মূল্যবোধ।

সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিরা সহজেই সকল ধরনের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। মানুষের প্রতি এদের প্রবল ভালোবাসা থাকে। এরা ভালোবাসার মধ্যেই জীবনের মূল্যবোধ খোঁজে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের তুলনায় এরা ভালোবাসাকে নিজস্ব বিশেষত্বে বেছে নেয় এবং মানুষে মানুষে নিবিড় সম্পর্ক গড়তে ভালোবাসাকেই উপযুক্ত গঠন হিসেবে ধরে নেয়। এরা নিজের স্বার্থের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না। এরা দয়ালু, সহানুভূতিশীল এবং নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে।

মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

রাজনৈতিক মূল্যবোধ

যে মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে তাই রাজনৈতিক মূল্যবোধ। রাজনৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিরা সর্বদা নেতৃত্ব প্রদান করতে চায়। অর্থাৎ এদের মধ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ও শক্তিশালী। সবার উপরে প্রভাব বিস্তার করা এদের চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক।

রাজনৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। যদিও বিভিন্ন দলের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ একরূপ নাও হতে পারে। তবে রাজনীতির সংকীর্ণ পরিসরে এদের সকল কার্যকলাপ নিবিষ্ট থাকে। এরা প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামপূর্ণ জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজনৈতিক মূল্যবোধের লোকেরা পুরোপুরি শক্তিমত্তার মূল্যবোধ খোঁজে। ক্ষমতা, নেতৃত্ব দান, পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে এরা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিরা একেবারেই বিমূর্ত ধারণার অধিকারী। সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে তারা জানতে আগ্রহী। পরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য প্রচণ্ড ইচ্ছা তাদের থাকে। ধর্মীয় মূল্যবোধের জন্য বিভিন্ন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তি নিজ নিজ ধর্মের প্রতি তার মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায়। এরা আধ্যাত্মিক এবং এদের প্রচেষ্টা হলো সমগ্র বিশ্বজগতে এক সূত্রে খুঁজে দেখা।

ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা সাধারণত ধার্মিক হয়। এদের মূল্যবোধ নৈর্ব্যক্তিক। আধ্যাত্ম্য শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সবসময় উচ্চ মার্গের সাথে সংযুক্ত হতে চায়। একজন ধার্মিক ব্যক্তি প্রত্যেক ঘটনার মাঝে স্বর্গীয় ইঙ্গিত খুঁজে পায়। এ ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত ঐশ্বরিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – মূল্যবোধ

টপিক – ০৩ মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম

টপিক ০৩: মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম

পরিবার

একটি শিশু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে তার মূল্যবোধ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় শিশু এমন প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভ্যাস অর্জন করে, যার মাধ্যমে সে সমাজের সভ্য হিসেবে নিজের যথার্থ ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হয়। শিশু যে পরিবারে বাস করে সেই পরিবারের লক্ষ্য ও ভাবধারার সাথে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে। পরিবারের মধ্যেই শিশুর প্রথম মানসিক জগৎ প্রস্তুত হয়। পরিবারের ধারা, সেখানে কী ধরনের প্রথা, রীতিনীতি প্রচলিত-এসবের উপর ভিত্তি করে শিশুর একটা জীবনভঙ্গি গড়ে উঠে।

পিতামাতার মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকলে সে পরিবারকে সুখী বলা যেতে পারে। পিতামাতাকে অনুমোদনশীল হওয়া উচিত এবং শিশুদের প্রতি তাদের যে ভালোবাসা আছে তা প্রকাশ হওয়া দরকার। বাবা মা ছেলেমেয়েদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধারণাগুলো তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। ছেলেমেয়েরা মা বাবাকে বেশি অনুসরণ করে এবং মূল্যবোধগুলো তাদের জীবনে প্রতিফলিত হবে।

মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম

বিদ্যালয়

মূল্যবোধ গঠনের অন্যতম মাধ্যম হলো বিদ্যালয়। পরিবারের মা বাবার পর শিশুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয়ে গমন করে। মা-বাবার শেখানো মূল্যবোধ শিশুরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মাধ্যমে অর্জন করে। শিশুর মৌলিক ব্যক্তিত্ব পরিবারেই গড়ে উঠে। শিশুরা এ মৌলিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিদ্যালয়ে গমন করে। বিদ্যালয়ে শিশুরা নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলে। ধীরে ধীরে শিশুকে বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। স্বাধীনচেতা মনোভাব, সহযোগিতা, আত্মনির্ভরশীলতা, নিয়মানুবর্তিতা, সততা, ন্যায়নীতি ইত্যাদি শিশুর মধ্যে দেখা দেয়।

ছোট্ট শিশুরা শিক্ষককে খুবই শ্রদ্ধা করে। শিক্ষকের কথাকে শিশুরা খুবই মূল্য দেয়। বাবা মা যদি কোনো শিক্ষকের ভুল ধরিয়ে দেন, তবুও শিশু ভাবে তা ঠিক নয়-তারা শিক্ষকের কথাটাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। শিক্ষকের আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা, কথাবলার ভঙ্গি ইত্যাদি শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। শিশুর মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টির ব্যাপারে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম

সমবয়সী দল

শিশুর মূল্যবোধ গঠনের ব্যাপারে তার সঙ্গীদল বা খেলার সাথীরাও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ে একই শ্রেণি ছাত্র বা পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে একই বয়সী দলকে সমবয়সী দল বলা যায়। সমবয়সীদের প্রশংসা, নিন্দা, সমর্থন সব কিছুর প্রতি শিশুরা অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকে। সমবয়সী দলের আদর্শমান শিশুর আচরণকে নির্ধারণ করে থাকে। নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা গঠনেও সমবয়সীদের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শিশুরা তার সঙ্গীদল দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয়। Havighurst-এর মতে, শিশুর সঙ্গীদল তার ব্যক্তিত্বকে চারভাবে প্রভাবিত করতে পারে-

(ক) সমবয়সীদের সাথে মিশে চলা,

(খ) মূল্যবোধের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া,

(গ) সমাজ থেকে উপযুক্ত মনোভাব ও ভূমিকা গ্রহণ করা,

(ঘ) স্বাবলম্বী হওয়া।

মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম

সমবয়সী দল

যে সব শিশুরা সমবয়সী দলে উচ্চ মর্যাদা পায় তারা সাধারণত অধিকতর আত্মবিশ্বাসী এবং নিজের সম্পর্কে ইতিবাচক সম্পন্ন হয়। সমবয়সী দলের প্রভাবেই শিশুর পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, সততা, ন্যায়নীতি প্রভৃতির বিকাশ ঘটে। তবে একথাও ঠিক যে, একটা শিশুকে অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত করার ব্যাপারে এ সমস্ত সঙ্গীদল খুব শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম

কমিউনিটি

ব্যক্তির কমিউনিটি বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তার মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। পরিবেশের অধিকাংশ বিষয়বস্তুর প্রতি শিশু মনের জিজ্ঞাসা থেকে একজন শিশুর নানা প্রকার মূল্যবোধ গঠন করে থাকে। সে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে ধর্মীয় বিশ্বাস, সংগীতের প্রতি আকর্ষণ, গুরুজনদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, সহপাঠীদের প্রতি প্রীতি ভালোবাসা ইত্যাদি জাতীয় মূল্যবোধ গ্রহণ করে থাকে।

মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম

সমাজ ও কৃষ্টি

সমাজে গৃহীত মূল্যবোধ সমাজের সদস্যদের মাঝে ব্যক্তির কাছে উপস্থাপিত হয় এবং ব্যক্তি সেগুলো, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জন করে। এভাবেই ব্যক্তির মূল্যবোধ তার সমাজ ও কৃষ্টির দ্বারা নির্ধারিত হয়। একারণেই এক একটি সমাজ বা কৃষ্টিতে এক এক ধরনের মূল্যবোধ প্রাধান্য পায়। সে জন্যই আমাদের দেশের মানুষের মূল্যবোধের সাথে ইউরোপ বা আমেরিকার লোকদের মূল্যবোধের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – মূল্যবোধ

টপিক – ০৪ মানবাচরণের উপর মূল্যবোধের প্রভাব

টপিক ০৪: মানবাচরণের উপর মূল্যবোধের প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মানবাচরণের উপর মূল্যবোধের প্রভাব

মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার একটি বিশেষ মানদণ্ড, যার দ্বারা মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সমাজের মানুষের কাজের ভালো-মন্দ বিচার হয়। যার সম্পর্কে জনসাধারণ উৎসুক, যা তারা চায়, যা হতে চায়, যাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে, যার প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে এবং যা সম্পাদন করতে তারা আনন্দ অনুভব করে তাই হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও মনোভাবের মাধ্যমে গঠিত হয় একটি আদর্শবাদ। এ আদর্শবাদগুলো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, মনোভাব ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির মাঝে স্থায়ী মূল্যবোধ তৈরি হয়।

দীর্ঘদিন সমাজ জীবনে একত্রে বসবাস করার ফলে নিজস্ব মূল্যবোধ গড়ে উঠে। সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, দীর্ঘদিনের লালিত আচরণ ও বিশ্বাস, স্থানীয় রেওয়াজ প্রথার আলোকে নির্মিত হয় কোনো সমাজের নিজস্ব মূল্যবোধ। এভাবে প্রতিটি সমাজে গড়ে উঠে ভালো-মন্দ, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত, আচার-আচরণের মান, আচরণের সমাজ স্বীকৃতি পন্থা এবং আচরণ মূল্যায়নের মাপকাঠি। মূল্যবোধের প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো:

১। ব্যক্তির সামাজিক মূল্যবোধ সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ব্যক্তির মনোভাব তৈরিতে তার নিজস্ব সমাজের মূল্যবোধ কতটা ভূমিকা পালন করবে তার উপর নির্ভর করছে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, গোষ্ঠী ও শ্রেণির প্রতি তার কী ধরনের মনোভাব পোষণ করবে।

মানবাচরণের উপর মূল্যবোধের প্রভাব

২। বাল্য ও কৈশোর সমাজ থেকে অর্জিত মূল্যবোধ দ্বারা পরিণত বয়সে ব্যক্তি তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে কী ভূমিকা পালন করবে তাও অনেকটা নির্ধারিত হয়ে যায়।

৩। ব্যক্তির আচরণ তথা তার চরিত্র গঠনে তার নিজস্ব সমাজের মূল্যবোধ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন পরিবেশে সে কীভাবে মিশবে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কীভাবে আচরণ করবে, কাকে স্নেহ করবে আর কাকে শ্রদ্ধা করবে, কাকে কীভাবে সমীহ করবে তার অনেকটাই তার সমাজ থেকে অর্জিত মূল্যবোধের উপর নির্ভর করছে।

৪। ব্যক্তি যেমন তার সমাজের মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়, সমাজও তার লক্ষ্য অর্জনে মূল্যবোধকে কাজে লাগায়। মূল্যবোধ হলো সমাজের চালিকা শক্তি। ব্যক্তি তার সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং ব্যক্তি আচরণকে কাঙ্ক্ষিত পথে নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করে।

৫। মূল্যবোধ সামাজিক ঐক্য ও সংগতিকে রক্ষা করে। সমাজবদ্ধ মানুষ তাদের নিজ নিজ মূল্যবোধের শিক্ষানুযায়ী সমাজে ঐক্যবদ্ধভাবে সংহতি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করে বসবাস করে।

৬। এক এক সমাজে এক এক ধরনের মূল্যবোধ প্রাধান্য পায়। ব্যক্তি সেই মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে উল্লেখিত সমাজের একজন সদস্য হিসেবে বিশিষ্টতা লাভ করে। এ কারণেই বিভিন্ন সমাজের সদস্যদের মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

মানবাচরণের উপর মূল্যবোধের প্রভাব

পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন মূল্যবোধের পার্থক্য দেখা যায়। তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলাদের চেয়ে উচ্চ মানের এবং সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা উচ্চ মূল্যবোধ সম্পন্ন। অন্যদিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সৌন্দর্য্যবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি মূল্যবোধ সম্পন্ন হয়। পুরুষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেশি সময় ব্যয় করে। তারা রাজনীতিকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করে। তাত্ত্বিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পুরুষরা বাস্তব প্রয়োগে বিশ্বাসী, সত্য উদ্‌ঘাটন ও সৃজনশীল বিশ্বাসের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – মূল্যবোধ

টপিক – ০৫ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১।কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাসকে কী বলে?

ক. মূল্যবোধ খ. পূর্বসংস্কার গ. বদ্ধমূল ধারণা ঘ. মনোভাব

২।কোন মূল্যবোধের অধিকারীরা সত্যের পিছনে ধাওয়া করে, জ্ঞানমূলক মনোভাব গ্রহণ করে, নিজের পরিচিতি খুঁজে বেড়ায়?

ক. তাত্ত্বিক মূল্যবোধ খ. নান্দনিক মূল্যবোধ গ. সামাজিক মূল্যবোধ ঘ. ধর্মীয় মূল্যবোধ

৩।কোন মূল্যবোধের ব্যক্তিরা সহজেই মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে?

ক. তাত্ত্বিক খ. সামাজিক গ. রাজনৈতিক ঘ. ধর্মীয়

৪। কোন মূল্যবোধের অধিকারীদের মধ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ও শক্তিশালী?

ক. অর্থনৈতিক খ. সামাজিক গ. রাজনৈতিক ঘ. ধর্মীয়

৫।কোন মূল্যবোধের লোকেরা বেশি বাস্তববাদী?

ক. তাত্ত্বিক খ. অর্থনৈতিক গ. সৌন্দর্যবোধ ঘ. ধর্মীয়

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬।'A thing of beauty is a joy for ever'- এটি কোন ধরনের মূল্যবোধ?

ক. তাত্ত্বিক খ. অর্থনৈতিক গ. নান্দনিক ঘ. রাজনৈতিক

৭। কোন মূল্যবোধের লোকেরা ক্ষমতা, নেতৃত্বদান, পরিচালনা ইত্যাদি খুঁজে বেড়ায়?

ক. অর্থনৈতিক খ. রাজনৈতিক গ. ধর্মীয় ঘ. সামাজিক

৮।অনেকগুলো মনোভাব সমন্বিত হলে তাকে কী বলে?

ক. মূল্যবোধ খ. মতামত গ. পূর্বসংস্কার ঘ. বদ্ধমূল ধারণা

৯। নিচের কোনটি বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ?

ক. সামাজিক খ. সৌন্দর্যবোধ গ. তত্ত্বীয় ঘ. রাজনৈতিক

১০। কোন মূল্যবোধের লোকেরা অর্থ উপার্জন, ব্যয় ও সঞ্চয়ীমনা হয়?

ক. সামাজিক খ. সৌন্দর্যবোধ গ. তত্ত্বীয় ঘ. অর্থনৈতিক

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১। প্রতিবেশীর দ্বারা গঠিত মূল্যবোধের মাধ্যম হলো-

ক. পরিবার খ. কমিউনিটি গ. বিদ্যালয় ঘ. সমবয়সী দল

১২। কোন মূল্যবোধের অধিকারীরা ধার্মিক হয়?

ক. ধর্মীয় খ. রাজনৈতিক গ. সামাজিক ঘ. নান্দনিক

১৩। কোন সমাজ মনোবিজ্ঞানী ৬টি মূল্যবোধের কথা বলেন?

ক. গ্রিন খ. স্পেনজার গ. রাকিচ ঘ. কিট

১৪। হ্যাভিংঘার্স্ট-এর মতে শিশুর সঙ্গীদল তার ব্যক্তিত্বকে কতভাবে প্রভাবিত করতে পারে?

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

১৫। মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম হচ্ছে-

ক. তাত্ত্বিক খ. রাজনৈতিক গ. সামাজিক ঘ. পরিবার

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

মনোবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – মূল্যবোধ

টপিক – ০৬ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

জনাব আবু রায়হান একজন পরোপকারী ব্যক্তি। সমাজের সকলে সুখে-দুঃখে তিনি ভূমিকা রাখেন। সমাজের মানুষের কল্যাণে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কাজ করেন। আবু রায়হানের চাচাতো ভাই আবু আয়মানও একজন সামাজিক মানুষ। তিনিও সমাজের মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকেন, মানুষের সেবা করতে চান, কিন্তু তিনি মনে করেন মানুষের সেবা করার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া জরুরি। বয়সে ছোট হলেও তিনি অনেক সময় আবু রায়হান সাহেবের উপরও প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। তবে, আবু আয়মান একজন সৌন্দর্যপ্রিয় ও শিল্পমনা ব্যক্তিও বটে। তিনি সবসময়ই পরিপাটি থাকেন এবং সন্তানদেরও সেভাবে রাখতে পছন্দ করেন।

(ক) মূল্যবোধ গঠনের প্রধান মাধ্যম কোনটি?

(খ) মনোভাব মূল্যবোধের পূর্বশর্ত কীভাবে?

(গ) জনাব আবু রায়হান কোন ধরনের মূল্যবোধসম্পন্ন? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত আবু আয়মানের বৈশিষ্ট্যে কোন কোন মূল্যবোধ লক্ষ্য করা যায়? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।[ঢাকা, যশোর, সিলেট ও দিনাজপুর বোর্ড-২০১৮]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মি. জাকির একজন সফল ব্যবসায়ী। প্রচুর শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বিত্ত বৈভবের মালিক তিনি। নৈতিকতার চেয়ে অর্থ উপার্জন তার জীবনের মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে তার বন্ধু রহমান সাহেবও একজন ব্যবসায়ী। তিনিও বিশ্বাস করেন জীবনে অর্থের প্রয়োজন আছে। তবে তিনি ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলেন। এছাড়া তিনি একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ করেন যা দেখে সকলেই মুগ্ধ হন। তার মধ্যে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার ও প্রতিযোগিতা করার মানসিকতা বিদ্যমান।

(ক) মূল্যবোধের সংজ্ঞা দাও।

(খ) পরিবারকে মূল্যবোধ গঠনের শক্তিশালী মাধ্যম বলা হয় কেন?

(গ) মি. জাকিরের মধ্যে কোন ধরনের মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) রহমান সাহেবের আচরণে যেসব মূল্যবোধের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা বিশ্লেষণ কর।

[রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ড-২০১৮]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সোহেল গ্রামবাসীর সবার প্রিয়। সে প্রতিবেশীদের প্রয়োজনে সবার আগে এগিয়ে আসে। সোহেলের বাবা নূরুল ইসলাম একজন আদর্শ শিক্ষক। নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে তিনি আপসহীন। তিনি জ্ঞানীয় মনোভাব গ্রহণ করে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চান।

(ক) Edward Spanger (১৯২৮) মূল্যবোধকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন?

(খ) পরিবারকে মূল্যবোধ গঠনের প্রধান মাধ্যম বলা হয় কেন?

(গ) সোহেল কোন মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) জনাব নূরুল ইসলামের মূল্যবোধগুলো বিশ্লেষণ কর।

[ঢাকা, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর বোর্ড-২০১৯]

THANK YOU